OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 691
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 686 - 691
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সাময়িক পত্রে প্রতিবেশী জীবন ও সংস্কৃতি : বিশেষ পাঠ প্রবাহ ১৪১২ আশ্বিন সংখ্যা

সুস্মিতা ব্যানার্জী
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID: susbanerjeee1@gmail.com
0009-0009-4181-4020

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Magazine, culture, Northeast, tradition, Manipuri, neighbor, uniqueness, history, religion, caste & tribe.

Abstract
The entire literary practice of the Northeast is basically based on newspapers. 'Prabha' is a representative local newspaper in the field of prose literature practice of the Barak Valley. For a long time, Prabha has been doing research-based work, especially on various aspects of the traditional culture of the Northeast. More than 250 ethnic groups live in our Northeast, called the Seven Sisters. Their economic, social and cultural traditions and conditions are also different. Among them, the neighboring state of Manipur is also a rich state in art and culture. Manipur's tradition, agriculture, personal-social or religious reforms have their own uniqueness in every field. This state, which is unwavering in its ancient religious beliefs and takes great care of its heritage, has enriched not only the art of Manipur but also the art of the whole of India with its traditional art. Therefore, in our article, based on the 1412 Ashwin special issue of Prabha magazine, we will try to explore the diverse aspects and forms of life and culture of the neighboring Manipuri state.

Discussion

সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যের যে উৎস বিকাশ ও ব্যাপ্তি তা মূলত কিছু কিছু সাময়িক পত্রকে নির্ভর করে। এক একটি পত্রিকাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠে নির্দিষ্ট অঞ্চলের লেখকগোষ্ঠীরা। বরাকের অন্তর্গত একটি ছোট্ট শহর লালা থেকে আশিসরঞ্জন নাথ মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৯৮৭র জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হওয়া প্রবাহ নামক পত্রিকাটি এতদঞ্চলের গদ্য সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে একটি প্রতিনিধি স্থানীয় পত্রিকা। সাহিত্য একটি জাতির ভাষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই ভাবনা থেকেই প্রবাহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে এবং পরবর্তীতে গবেষণাধর্মী সাময়িক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ পায়।

আসলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাঙালিদের বিশিষ্টতা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ঘিরেই। তাই আমাদের অনেক পত্রপত্রিকার ধরনও অনেকখানি তৈরি করে দিয়েছে আমাদের অবাঙালি প্রতিবেশীরা যারা আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমন বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ইতিহাস কখনোই মণিপুরী, ডিমাসা, বড়ো কিংবা মিজোদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 691
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইতিহাস ছাড়া পরিপূর্ণ নয় ঠিক একইভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চায় অসমিয়া সাহিত্য, ত্রিপুরায় বাঙালিদের ইতিহাস ত্রিপুরার রাজাদের একেবারে বাদ দিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

> "আমাদের মধ্যে যাঁরা শুদ্ধ বাঙালি হয়ে উঠতে চান, যেমন হয়তো চান বরাক উপত্যকার কোনও প্রবীণ লেখক বা বুদ্ধিজীবী, তাঁদের ভূগোলের সঙ্গেও তো জড়িয়ে আছে অবাঙালি বাস্তবতা। বরাক উপত্যকার মধ্যে যাঁরা উগ্র বাঙালিয়ানায় বিশ্বাসী, যাঁরা বাংলাকেই নিজেদের আত্মপরিচয়ের পরাকাষ্ঠাজ্ঞান করেন, তাঁদের বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে আজ যদি বরাক উপত্যকাকে পশ্চিমবঙ্গের কোনও মফস্সলেই পরিণত করা হয়, উপত্যকার ভূগোল-বৈচিত্র্যকে তো তাহলেও কিছুতেই পাল্টানো যাবে না। সেখানে তো থাকবেনই মণিপুরীরা, নেপালিরা, বিষ্ণুপ্রিয়ারা, ডিমাসারা, অসমিয়ারা। অর্থাৎ বরাকের এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদের রাজনৈতিক পরিচয় যদি হয় অনসমিয়া, অখাসি, অমিজো, অগারো, তবে তাদের সংস্কৃতিক পরিচয় অবশ্যই হবে – সঅসমিয়া, সখাসি, সমিজো, সগারো এইভাবে।
> এই আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালিরা। এই আমাদের পত্র-পত্রিকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। আর ঠিক যেখানটায় আমরা আঞ্চলিক, সেখানটাতেই আমরা ভারতীয়। কারণ আমাদের পত্র-পত্রিকা, আমাদের অস্তিত্বের মতোই, শুধু বাংলা নয়, বাংলা'।"[১]

তাই হয়তো আমাদের আলোচ্য 'প্রবাহ' সাময়িকপত্রের বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় মূলত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিন্ন স্রোতের ধারাকে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জনজাতি, বিভিন্ন ভাষাভাষি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল, যা স্বমহিমায় বিরাজিত। এখানকার বাংলা সাহিত্যে প্রতিবেশী অন্যান্য জনজাতির সাংস্কৃতিক ধারাও আধেয় হয়ে উঠেছে অনিবার্যভাবে। অঞ্চলটির প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এখানে বসবাসরত মানুষের সাংস্কৃতিক বহুস্বরের সৌধ নির্মাণ করে বলা যায়। তাই এই বিষয়টিকে অনুধাবনের জন্য পূর্বোত্তর ভারতের বিভিন্ন জনজাতির সংস্কৃতি ও তার সামাজিক অবস্থানকেও জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবাহ তার দীর্ঘ যাপনকালে বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করে আসছে। সেভেন সিস্টার নামে অভিহিত মনোরম পাহাড়ে ঘেরা আমাদের এই উত্তরপূর্বাঞ্চলে ২৫০টিরও বেশি জাতি উপজাতির বসবাস। বিভিন্ন জাতি উপজাতির বাসস্থান এই উত্তরপূর্বাঞ্চলের আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিও আলাদা আলাদা। তার মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুরও শিল্প সংস্কৃতিতে একটি সমৃদ্ধতম রাজ্য। মণিপুরের ঐতিহ্য, কৃষ্টিকলা, ব্যাক্তিগত সামাজিক বা ধার্মিক সংস্কার সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে তার নিজস্ব স্বকীয়তা। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসে অটুট এবং নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নবান এই রাজ্য তার ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলায় শুধুমাত্র মণিপুরের নয় গোটা ভারতের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে তাই 'প্রবাহ সাময়িক পত্রের ১৪১২ আশ্বিন : আমাদের প্রতিবেশী মণিপুরী সম্প্রদায়' এই বিশেষ সংখ্যার নিরিখে প্রতিবেশী মণিপুরী রাজ্যের বৈচিত্রময় জীবন ও সংস্কৃতির নানাদিক ও স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা রয়েছে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে আসাম ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে পাহাড় ঘেরা ছোট্ট রাজ্য মণিপুর। মণিপুরী আদিবাসীরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি জাতি। মণিপুরী বলতে মণির আলোকে আনন্দিত জাতি বা মণির আভায় আলোকিত জাতিকে বুঝায়। মনিপুরীদের মধ্যে তিন সম্প্রদায়ের বাস। যেমন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, মৈতৈ মণিপুরী ও পাঙন। মঙ্গোলীয় তিব্বতী পরিবারের কুকি-চীন গোত্রভুক্ত মৈতৈগণ দশম-ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনো এক সময় চীন দেশ থেকে মণিপুরের প্রবেশ করেন। পাঙনরা হচ্ছে মুসলিম মণিপুরী। পাঠান আর মণিপুরী মেয়েদের বিয়ের মাধ্যমে আসা এই গোষ্ঠী বাবার ধর্ম এবং মায়ের সংস্কৃতি পায়। এডওয়ার্ড টিউলিট ডেলটন তার 'descriptive anthology of Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ করেন,-

> "The valley (Maipur) was at first occupied by several tribes, the principal of which were named khumal, Angoms, Mairong and Meithie."[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 691
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মৈতেরা পূর্ব দিক থেকে এবং বিষ্ণুপ্রিয়ারা পশ্চিমদিক থেকে মণিপুরের প্রবেশ করে প্রাচীনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে।

তবে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা মণিপুরী বা মৈতৈই। পাহাড়ে মণিপুরীদের সঙ্গে নাগা, কুকি ইত্যাদি পাহাড়ি উপজাতির লোকেরা বাস করে। নৃতত্ত্বের ভাষায় টিবেটো বার্মা গোষ্ঠীর লোক বলা হয়। এদের দেহের গঠন সুঠাম ও সুন্দর। বর্ণ ফর্সা, মঙ্গোলীয় আকৃতির। তারা সাহসী, পরিশ্রমী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। সপ্তদশ শতকে তারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের নিজস্ব প্রাচীন ধর্মাচার প্রবলভাবে বর্তমান। তাদের ধর্মীয় আচার অনুঠান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মাতৃপ্রাধান্য লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মূর্তিপূজারও স্থান নেই। তাদের সংস্কৃতির প্রায় অধিকাংশই কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষি ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের গভীর মনস্তত্ত্ব তাদের লোকসংস্কৃতির নানা অঙ্গে নিহিত। অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন –

> "উৎপত্তি, পরিবেশ, ভাষা ও জীবনযাত্রায় মনিপুরীদের ব্রহ্মদেশের লোকেদের সঙ্গে অনেক বেশি মিল হলেও তারা স্বেচ্ছায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সহযোগে নিজেদের অনুপম সত্তাকে বিকশিত করেছে নিপুণভাবে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে।"[৩]

ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও বিশ্বাস, রীতি-নীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছদ, উৎসব ও পার্বণ ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতি আমাদের পরিণত করে সামাজিক জীব হিসেবে। তাই মণিপুরের বৈচিত্রময় জীবন ও সংস্কৃতিকে জানতে হলে তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে শিল্পকলা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি চলা নানা লোকাচার, ধার্মিক আচার অনুষ্ঠানের দিকে নজর দিতে হবে।

মণিপুর হল কৃষি ও মাতৃপ্রধান দেশ। এখানে প্রধান মৈতে গোষ্টির লোক হলেও আরও বিভিন্ন উপজাতির বাসস্থানও বর্তমান। তবে নারী পুরুষ উভয়ে মিলিতভাবে কৃষি কাজ করে থাকেন। শহর অনুপাতে গ্রামে বসবাসের লোকসংখ্যা অধিক। তাদের অর্থনীতির একটি বড় দিক হল তার শিল্প যা বেশিরভাগ মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত।

সাজ পোশাক : সাজ পোশাকের মধ্যেই যে কোনো জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা, রুচিবোধ, সৌন্দর্য, জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। মহিলারা ফানেক এবং একখণ্ড ইনফি পরিধান করেন। ব্লাউজ ও পেটিকোট ছাড়াও এসব ঐতিহ্যবাহী পোশাক নিজেরাই তৈরি করে নেন। পুরুষদের ব্যবহৃত খুদৈ (গামছা), মাতেক (ছোট চাদর) ইত্যাদিও মহিলারা তৈরি করে। বিবাহ তথা উৎসব পার্বণে পুরুষেরা শ্বেত বর্ণের ধূতি পরিধান করে। বয়স্ক ব্যক্তিদের পাগড়ি বাঁধা সম্মানীয় প্রথা। মহিলারা পরিধান করে ঐতিহ্যবাহী পোশাক ফানেক ইনফি। পুরনো বস্ত্র পরিবর্তন করে মৃতদেহে নতুন বস্ত্র ঢেকে দেওয়ার রীতিও প্রচলিত। লাইহরাওবা নৃত্যে নারী পুরোহিত মাইবীদের দেহের উর্ধাংশ ও নিম্নাংশে সাদা পোষাক আর মধ্যভাগে গোলাপি বা কনকবর্ণের পোশাক পরিধানের রীতি রয়েছে। মণিপুরের রেশম শিল্প মণিপুরী সমাজের অন্তর্গত লই (loi) সম্প্রদায়ের হাতেই তৈরি। ক্রমশ রেশম শিল্প উৎপাদন ও রেশন বস্ত্র তৈরি সমগ্র মৈতে সমাজের ঐতিহ্যবাহী মেয়েদের শিল্প হয়ে উঠেছে।[৪]

মণিপুরী মহিলাদের অলংকারও ব্যতিক্রমী। সোনার প্রতি তাদের ঝোঁক একটু বেশি থাকলেও রুপোও অপাংক্তেয় নয়। মণিপুরী মহিলারা হাতে সোনার বালা, কানে কানফুল, গলায় নেকলেস, পুতির মালা, প্রবাল মণিমণ্ডিত মালা, আংটি, শিশুদের গায়ে সোনা রুপা পিতলের খোংজি পরানো হত। তাদের দীর্ঘ কেশের খোঁচায় বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি ফুল গোঁজার রীতিও দেখা যায়। তাছাড়া মণিপুরী মেয়েদের খোঁপা বাঁধার শৈলী সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগোষ্ঠীকে প্রলুব্ধ করে।

নট সংকীর্তন : রাধা কৃষ্ণের মাধুর্যরসের লীলা পরিবেশিত হয় নট সংকীর্তনে। এই নটসংকীর্তন মণিপুরী সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মহাযজ্ঞস্বরূপ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র এবং জয়সিংহের রাজত্বকালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য নিধিরাম আচার্য বঙ্গদেশ থেকে মণিপুরে এসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র স্বয়ং এই ধর্মে দীক্ষিত হন এবং এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। নরোত্তম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 691
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঠাকুর সৃষ্ট গরেনহাটি কীর্তন মণিপুরে প্রচারিত হয় এই গরেনহাটি কীর্তনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপই হলো নট সংকীর্তন বা নটপালা। নট সংকীর্তনে একজোড়া মৃদঙ্গ বাদক, একজন গায়ক, একজন দোহার এবং একদল পালা থাকে। মণিপুরীদের যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যজ্ঞে, পূজার্চনায় নাম সংকীর্তনই মূখ্য। মণিপুরী সমাজের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, শ্রাদ্ধকর্ম সবকিছুই নট সংকীর্তনের মাধয়মেই সম্পন্ন হয়।[৫] রাজা ভাগ্যচন্দ্রের হাত ধরে উদ্ভূত নট সংকীর্তনের ধারা বর্তমানে মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ ও বাংলাদেশের সিলেটে বসবাসকারী মণিপুরীরা বংশানুক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৩ সালে ইউনেস্কোর 'প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারার ও বহমান মানব ঐতিহ্যে'র তালিকায় মণিপুরী নট সংকীর্তন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মণিপুরী নৃত্য : মণিপুর রাজ্যের নাম অনুযায়ী এখানকার নৃত্য ভঙ্গিমার নাম মণিপুরী। এটি ভারতের অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলীগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন শৈলী। দেশে-বিদেশের সমাদৃত মণিপুরী নৃত্য ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু পুরাণ ইতিহাস কিংবদন্তি এবং যুগ যুগ ধরে মনিপুরীদের বহমান জীবনধারার কথা। মণিপুরী প্রাকহিন্দুদের সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মীয় সংস্কৃতির। প্রথমে মণিপুরী নৃত্য বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠানের মণ্ডপে পরিবেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে রাজা শ্রী ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহের সময় থেকে প্রথম ঐতিহ্যময় শাস্ত্রীয় রাস নৃত্যের সৃষ্টি হয়। এরপর ক্রমশ শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্যের প্রসার ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বে এই নৃত্যের প্রচারে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৬]

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিতে উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লাইহারাওবা মণিপুরীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এপ্রিল মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বনদেবতার পূজা করা হয় এই উৎসবে। পৌরোহিত্য করেন মহিলা পুরোহিত মাইবি এবং পুরোহিত মাইবারা। লাইহারাওবা শুরু হয় লাই পুং অর্থাৎ দেবতাকে জাগ্রত করার ক্রিয়া দিয়ে। মাইবা পেনা বাজান, মাইবী তার তালে তালে জলাশয়ে নিমজ্জিত দেবতাকে জাগ্রত করেন ও দৈবাদিষ্ট হয়ে সেই দেবতাকে নিয়ে আসেন ও তাকে নৃত্য দ্বারা পুজো শুরু করেন। নৃত্য পূজার মাধ্যমে মাইবি সৃষ্টি তত্ত্বের বিবরণ দেন। পৃথিবীর সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা দেন। এই অনুষ্ঠানে পাখংবা, থাংজিং প্রমুখ দেবতা (পূর্বপুরুষ)দের প্রতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

মণিপুরের সবচেয়ে বড় উৎসব য়াওশংহোলি। হোলির সময় ছেলেমেয়েরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে সারারাত ধরে নাচে থাবালচংবা। থাবাল অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্র ও চংবা মানে লাফানো। তাছাড়া যুযুৎসু কলা তমুখনা ও থাংতাজাগোই নৃত্যও উল্লেখযোগ্যে। বিনা অস্ত্রে আত্মরক্ষার কলা তমুখনা। থাং অর্থে তলোয়ার ও তা অর্থে বর্শা। তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের ভঙ্গিতে রচিত এই নৃত্যকলা শুধু পুরুষরাই করে। তা জাগোই অর্থাৎ বর্শা নৃত্যে বনে শিকার করতে গিয়ে বর্শার সাহায্যে কিভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় ও পরে শিকার করার জন্য কীভাবে ব্যবহার করা হয় - তার ভিত্তিতেই এই নাচ।[৭]

মণিপুরী নৃত্য কোমল কিন্তু সহজ নয় তাকে আয়ত্ত করতে বহু বছরের সাধনার প্রয়োজন। আজ মনিপুরে নৃত্য দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। কোনো উৎসব অনুষ্ঠান এমনকি শ্রাদ্ধ বাসরের শোক প্রকাশও নৃত্য ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। মণিপুরীদের মধ্যে ঋতুভেদে আচার অনুষ্ঠান বেশি দেখা যায়। যেমন -বছরের শুরুতে হয় মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়াদের বিষু এবং মৈতৈদের চৈরাউবা উৎসব। আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা এবং কাঙ উৎসবের সময় প্রতি রাত্রে মণিপুরী উপাসনালয় ও মণ্ডপগুলোতে বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ নাচ ও গানের তালে পরিবেশন করা হয়। কার্তিক মাসে মাসব্যাপী চলে ধর্মীয় নানান গ্রন্থের পঠন - শ্রবণ। এরপর আসে মণিপুরীদের বৃহত্তম উৎসব রাসপূর্ণিমা।

বিবাহের রীতিনীতি-বিবাহের মধ্যে নিহিত থাকে নির্দিষ্ট জাতির বহুবিচিত্র আচার সংস্কার নিজস্ব ভাবনা অভিব্যক্তির প্রকাশ। বিয়ের প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান চলতে থাকে চার থেকে সাত দিন পর্যন্ত। মণিপুরীদের বিবাহ পদ্ধতি হিন্দু আচার বিধানমূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রাক হিন্দু ঐতিহ্য উপাদান এখনও বর্তমান। সাধারণত ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি মণিপুরীরা অনুসরণ করে। স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে, ব্রাহ্মণ যুবকদের অব্রাহ্মণ বিয়েতে কোনো বাধা নেই।[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 691
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাথমিকভাবে পরিচয়ের সূত্র ধরেই পছন্দ করে বর কন্যা একে অপরকে। সাধারণত পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রী পক্ষের বাড়িতে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়াকে হায়নবা বলে। বিবাহের প্রস্তাবের স্বীকৃতি পাওয়াকে য়াংথাবা বলে। হৃদয়ের বন্ধনের বার্তা প্রকাশ্যভাবে সমাজের কাছে জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানকে হৈজিংপোৎ বলে। তারপর নির্ধারিত দিনে পাত্রপক্ষের পরিবার পরিজন আসে পাত্রের বাড়িতে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার জন্য।

বিবাহের কয়েকটি রীতি : পান সুপারি, এক কাঁদি কলা, ফুল দিয়ে আহ্বান করা হয় পাত্র পক্ষকে। মাছ সংক্রান্ত লোকাচার যেমন - দুটো মাছ পুকুরে দিয়ে দেখা হয় নব দম্পতির জীবন কিভাবে যাবে, বরযাত্রীদের পরিচালনা করেন সধবা তথা জীবিত পুত্র সন্তানের জননী।[৯]

মণিপুরী বিবাহ পদ্ধতি হিন্দু বিধানমূলক হলেও আচার বিধিগুলোর সঙ্গে রয়েছে তাদের প্রাক্ হিন্দু লালিত বিশ্বাস ও ঐতিহ্য সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক। আচরণগত দিকগুলোর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে অবৈদিক মননরীতির প্রভাব।

প্রকৃতিগতভাবে এ জাতি সংস্কৃতিপ্রিয়। তাদের রয়েছে সমৃদ্ধ বর্ণিল শিল্পকলার ইতিহাস। বিভিন্ন দিক আলোচনায় লক্ষ করা যায় মণিপুরী শিল্পকলা সংস্কৃতির প্রধান ঐতিহ্যবাহী সৃষ্টি হলো মণিপুরী নৃত্য। এ নৃত্যের ছন্দে পরিবেশিত হয় কখনও গোটা মণিপুরী জীবন চর্যা, কখনও মানব জীবনের সৃষ্টির রহস্যের তত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আবার কখনও চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেম ও সাম্যের অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ রাধা-কৃষ্ণের অহৈতুকী প্রেমের লাস্যময়ী রাসনৃত্য। উপমহাদেশের চারটি ধ্রুপদাঙ্গের নৃত্যের মধ্যে একটি হচ্ছে মণিপুরী নৃত্য।[১০] এভাবেই শতবর্ষের ধর্মীয় -সংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে সহবাস করেছে মণিপুরীরা। তৎসঙ্গে বাঙালি ও মণিপুরী সহাবস্থানে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মেলবন্ধন।

তারা নিজস্ব জীবনেও সংঘদ্ধ ও পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী। তাদের মহিলাদের মধ্যে শিশুসন্তান পালন থেকে শুরু করে কৃষিকাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কৃষিপ্রধান এই রাজ্যে রয়েছে কৃষি কেন্দ্রিক নানা লোকচার, যা তাদের প্রাচীন জীবনচর্যা, ধর্মীয় বিশ্বাসকে তুলে ধরে। তাদের নাম সংকীর্তন, রাসলীলা, বিচিত্র পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁত শিল্প ইত্যাদি একান্তভাবে নিজস্ব সমৃদ্ধতর সংস্কৃতি যা তাদের জীবনচর্যাকে এক অন্যোন্য মাত্রা দিয়েছে।

একটি মাত্র সংখ্যায় মণিপুরী জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন, আদি উৎস, ভারত আগমণ, রাজতন্ত্রের যুগ, স্বাধীন ভারতে সমাজ-সংস্কৃতির রূপ এসবের এত বিস্তৃত বিবরণ সাময়িকপত্রের একটি মাত্র সংখ্যায় ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে যোগ্য লেখকদের চয়ন করেছেন সম্পাদক। গবেষণাধর্মী লেখাগুলি 'প্রবাহে'র গুণমান বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। তৎসঙ্গে আমাদের অবাঙালি প্রতিবেশী যারা আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; তাদের জীবন-সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে সাহায্য করেছে।

Reference:

১. দেব, চৌধুরী অমিতাভ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা ছোট পত্রিকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, মজলিস সংলাপ, ২০০৭ এপ্রিল, পৃ. ৭

২. Delton Edward Tuite, 'descriptionology of Bengal', O.T. cutter superintendent of government of printing, calcutta, 1872, p. 252

৩. নাথ, আশিসরঞ্জন, প্রবাহ, সম্পাদকীয়; ১৯ বর্ষ, সংখ্যা ১, মাতারা প্রিন্টার্স কাটলিছড়া, ২০০৫ অক্টোবর

৪. নাথ, তুষারকান্তি, মণিপুরি ঐতিহ্যে সাজপোশাক, 'প্রবাহ, সম্পাদক- আশিসরঞ্জন নাথ, ১৯ বর্ষ, সংখ্যা ১, মাতারা প্রিন্টার্স কাটলিছড়া, ২০০৫ অক্টোবর, পৃ. ৩০-৩২

৫. সিনহা, গজেন্দ্রকুমার, নট সংকীর্তনের ইতিবৃত্ত, 'প্রবাহ, সম্পাদক - আশিসরঞ্জন নাথ, ১৯ বর্ষ, সংখ্যা ১, মাতারা প্রিন্টার্স কাটলিছড়া, ২০০৫ অক্টোবর, পৃ. ২২-২৪

৬. নাথ, তুষারকান্তি, লাইহরাওবা : মণিপুরি সংস্কৃতির উজ্জ্বল চিত্রশালা; 'প্রবাহ, সম্পাদক- আশিসরঞ্জন নাথ, ১৯ বর্ষ, সংখ্যা ১, মাতারা প্রিন্টার্স কাটলিছড়া, ২০০৫ অক্টোবর, পৃ. ২২-২৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 691
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭. তদেব, পৃ. ২২-২৪
৮. নাথ, তুষারকান্তি, মণিপুরি বিবাহের রীতি-নীতি, 'প্রবাহ, সম্পাদক- আশিসরঞ্জন নাথ, ১৯ বর্ষ, সংখ্যা ১, মাতারা প্রিন্টার্স কাটলিছড়া, ২০০৫ অক্টোবর, পৃ. ৩৩-৩৬
৯. তদেব, পৃ. ৩৩-৩৬
১০. তদেব, পৃ. ৩৩-৩৬

Bibliography:

চৌধুরী ডঃ মানবেন্দ্র, বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬
চক্রবর্তী রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ৭ম মুদ্রণ, ২০১৭
নাথ আশিসরঞ্জন, 'প্রবাহ, ১৯ বর্ষ, সংখ্যা ১, মাতারা প্রিন্টার্স কাটলিছড়া, ২০০৫ অক্টোবর
নাথ আশিসরঞ্জন, 'প্রবাহ, ৩৩ বর্ষ, সংখ্যা ১, মাতারা প্রিন্টার্স কাটলিছড়া, ২০২০ জুন
নাথ আশিসরঞ্জন, 'প্রবাহ, ৩৮ বর্ষ, সংখ্যা ১, মাতারা প্রিন্টার্স কাটলিছড়া, ২০২৫ জুন